দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 10 MAR 2003
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

দেশে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় চাই

বাংলাদেশে স্বতন্ত্র মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী
দীর্ঘদিন হতেই বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে আসছে।
এটা দেশের মানুষের প্রাণের দাবী। আধুনিক বিশ্বে নারী
সমাজ থেমে নেই- রাজনীতি, বিজ্ঞান, চিকিৎসাক্ষেত্রসহ সব
শাখায় নারীদের সাফল্যমণ্ডিত অবস্থানের পেছনে মুখ্য
ভূমিকা সুশিক্ষার। সঠিক জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে সুশিক্ষা
অর্জনের জন্য চাই স্বাধীন, অভয় এবং পরিচ্ছন্ন শিক্ষার
পরিবেশ। যেখানে কোন কুরুচি, অবৈধ প্রেম-বিনোদন বা
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের চিহ্নও থাকবে না।
দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশ নারী সমাজের এরূপ
আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে একমাত্র স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা।
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর নাগাদ প্রায় সর্বত্রই পৃথক
নারী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তা নেই।
ফলে দেশের অগণিত সম্ভাবনাময় মেধাবী ছাত্রী নিরাপত্তার
অভাব ও নারী শিক্ষার প্রতিকূল পরিবেশের কারণে সহশিক্ষা
ধাঁচে সাজানো বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পা বাড়াতে সাহস করে
না। সহশিক্ষার (Co-Education) ফলেই প্রেম,
ভালবাসাসহ নানা অসামাজিক অপকর্ম সংঘটিত হচ্ছে এবং
এর নির্লজ্জ বিপজ্জনক মাত্রা ধর্ষণ সেঞ্চুরি নাগাদ পৌছেছে।
যারা দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যানিকেতন হতে সভ্য জাতি আশা
করতে পারে না। সহশিক্ষার বিষাক্ত থাবা থেকে
নারীসমাজকে উদ্ধারে ব্যর্থ হলে আগামীতে এর বিরূপ
প্রতিক্রিয়া ভয়ানক আকার ধারণ করতে পারে। দুনিয়ার
উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশেষ করে, প্রায় মুসলিম দেশেই
স্বতন্ত্র মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী শিক্ষার
পথ সুপ্রসারিত করেছে। আমাদের দেশের ধর্মপ্রাণ সৎ
নারীসমাজও চায় স্বীয় মান-সম্ভ্রম রক্ষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষায়
শিক্ষিত হয়ে দেশ ও জাতির সেবা করতে। নারী সমাজ তথা
দেশবাসীর এ প্রাণের দাবী, দেশে পৃথক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠা একান্ত জরুরী। জনতার এ দাবী পূরণে মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সর্বমহলের সুপদক্ষেপ ও
সুদৃষ্টি কামনা করছি।

দেশবাসীর পক্ষে-
মোঃ রেজাউল করিম
আল-জুবায়েল, সৌদি আরব।